মেনকা বিলাপ।

গীতাভিনয়

আচলাই নিবাসী
শ্রীরুক্মিণী কান্ত ভট্টাচার্য্য
কর্ত্তৃক বিরচিত।

শ্রীবিহারীলাল রায় কর্ত্তৃক
অপার চিৎপুর রোড, ৩৬৯ নং ভবন হইতে প্রকাশিত

প্রথম সংস্করণ।

শ্রীনীরদ বরণ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
আর্টিষ্ট প্রেশে মুদ্রিত।
৩৬৯, নং অপার চিৎপুর রোড যোড়াসাঁকো
কলিকাতা।
সন ১২৯১ সাল।

বিজ্ঞাপন

আমি বৎসরাবধি পরিশ্রম করিয়া মেনকা বিলাপ গীতাভিনয় খানি প্রস্তুত করিয়া প্রকাশ করিতে সাহসীক হইলাম এক্ষণে পাঠকগণ আদ্যন্ত পাঠ করিলে সন্তোষ লাভ করি ইতি।

শ্রীরুক্মিণীকান্ত ভট্টাচার্য্য।
সাং. আঁচলাই। জেলা বগুড়া।

উপহার।

মহামহিম উলাবীরনগর নিবাসী

শ্রীযুক্ত বাবু কান্তিচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

মহাশয়,

আপনার করকমলে

আমার

যতনের ধন মেনকাবিলাপ

সমর্পিত হইল।

আপনার পাঠোপযোগী হইলে

শ্রম সফল জ্ঞান করিব নিবেদন ইতি।

সাং আঁচলাই।	}	আপনার একান্ত বশম্বদ।
সন ১২৯১ সাল।	}	শ্রীরুক্মিণী কান্ত ভট্টাচার্য্য

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

গিরিরাজ	হিমালয়ের রাজা।
মন্ত্রী	ঐ।
মহাদেব	কৈলাসেশ্বর।
নারদ	দেবর্ষি।
নন্দী	মহাদেবের সহচর।
গণপতি	মহাদেবের পুত্র।

নট, পত্রবাহক, বিদ্যানিধি, পেটুক, সভ্য ইত্যাদি।

স্ত্রী।

মেনকা	রাজমহিষী।
শৈলসুতা	ঐ কন্যা।
বিরজা সরলা	মেনকার সহচরীদ্বয়
দাসী	ঐ।

নটী, প্রতিবাসিনী ইত্যাদি।

শ্রীশ্রীদুর্গা।

মঙ্গলাচরণ।

রাগিণী-ভৈরবী। তাল তিওট।

[জুড়ী]

দীনে দয়া কর বাগ্বাদিণি
সঙ্গীত তরঙ্গে পড়ে ডাকি গো শ্বেতাঙ্গিণি।
মা কত মহিমা তোমার, নরে কি বুঝিবে তার,
বেদেতে আছে প্রচার, শ্বেত সরোজবাসিনী।
মেনকা বিলাপ গানে, তুষিব মনুজ গণে,
রুক্মিণীর বাসনা মনে, তার গো মা বীণাপাণি।

প্রস্তাবনা।

[সভামণ্ডপ, নটের প্রবেশ]

নট। আহা! সভার কি অনির্ব্বচনীয় শোভা হয়েছে। কত সূর্য্যকান্ত, নীলকান্ত, চন্দ্রকান্ত মণিতে সভা মণ্ডিত হয়ে, সুরপতি শচীনাথের নাট্টশালা বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। তাতে আবার গুণগ্রাহী মনুজমণ্ডলীতে পরিপূর্ণ হয়ে সভামণ্ডপের অত্যাশ্চর্য্য শোভা সম্পাদন কচ্ছে। এই চিত্তহারক সভাতে কোন একটী নূতন বিষয় অভিনয় করে মনুজমণ্ডলীর মনস্তুষ্টি সাধন কত্তে বাসনা হচ্ছে। [চিন্তা করিয়া] দেখি একবার প্রিয়াকে ডাকি। [নটীর প্রতি] প্রিয়ে আনন্দদায়িনি! একবার এ দিকে এস?

[নটীর প্রবেশ]

নটী। নাথ! কি জন্য দাসীকে ডাকচ্ছেন?

গীত।

রাগিণী-জংলা। তাল-ঠুংরি।

(কেন) নাথ! ডাকিলে এখন।
একে নারী সইতে নারি বিরহ বেদন।
আমারে ছাড়িয়ে কেন, হেথায় এলে ওহে প্রাণ,
বিরহে দহিছে প্রাণ, জীবনের জীবন।

নট। প্রিয়ে! এই সভ্যমণ্ডলী সমক্ষে কোন রূপ গীতাভিনয় দ্বারা সভ্য মহাত্মাদিগের মনোরঞ্জন কর্ব্বার জন্য তোমাকে আহ্বান করা হয়েছে।

নটী। নাথ! অবলা সরলা হয়ে কিরূপে সভ্যমণ্ডীলর মনোরঞ্জন করি?

নট। প্রিয়ে! একটী নূতন বিষয় মনে কর।

নটী। প্রাণেশ্বর! বিরাটবালা কিম্বা চণ্ডী হক্।

নট। হৃদয়েশ্বরি! ওসব বারম্বার হয়েছে।

নটী। নাথ! একটী নূতন বিষয় মনে হয়েছে।

নট। সুন্দরি! প্রকাশ কর।

নটী। হৃদয়েশ্বর! আঁচলাই নিবাসী শ্রীযুক্ত রুক্মিণী কান্ত ভট্টাচার্য্য বিরচিত মেনকাবিলাপ।

নট। [হাস্যের সহিত] প্রিয়ে! নূতন বিষয় বটে, কিন্তু নূতন লেখক। প্রিয়তমে! একটী গান গেয়ে স্বস্থানে গমন কর।

নটী। নাথ! কি গাইব।

নট। তোমার যা অভিরুচি।

নটী। একটী ভবাণী বিষয় গাই।

[গীত]

রাগিণী সিন্ধু। তাল-খয়রা।

গণেশ জননী, পাষাণনন্দিনী,
ভবেশ ভাবিণী উমা কাত্যায়নী॥
কলুষনাশিনী, কালাগ্নিবারিণী,
কালভয়নাশিনী, কালকামিনী॥
ভয়ঙ্করা ভীমা, ভীমণদশনা,
মত্তমাতঙ্গিনী, লোলরসনা,
মহেশবাসনা, ওমা শবাশনা,

তাপিত জনের, তাপহারিণী ॥
উমা উগ্রচণ্ডা, চণ্ডাট্টহাসিনী,
সুরারিঘাতিনী, সুরেশ রমণী,
ত্রিজগজ্জননী, ত্রিতাপহারিণী,
ত্রিলোকপালিনী, ওগো ত্রিনয়নী ॥
দীন প্রতি দয়া, কর মা অভয়া,
পতিত তনয়ে, দিও পদছায়া,
শ্রীরুক্মিণী বলে, শ্রীচরণকমলে,
স্থান দিও মা অন্তে, মোক্ষদায়িনী ॥

নট। প্রিয়ে! চমৎকার গেয়েছ। চল এখন অভিনয় কার্য্যে নিযুক্ত হইগে। [উভয়ের স্থান]

[কৃষ্ণ বিষয়]

রাগিণী-ললিত। তাল একতালা।

ওকি হেরিলাম বাঁকা শ্যাম বিরাজে ত্রিভঙ্গ।
হেরে তারে, মন হরে, উদাস করে, মন মাতঙ্গ।
যেতে নারি, রইতে নারি, জেতে নারী, অবশাঙ্গ।
একে আমি কুলবালা, কুলে কালী দিল কালা,
ঘটিল যে বিষম জ্বালা, হতেছে আতঙ্গ ;
নিল হরি, কুলহরি, কুলনারী, করিবে ব্যঙ্গ।
রুক্মিণী বলে, কাজ কি কুলে, ভবকুলে,
কুল দেয় [প্যারি] শ্যামাঙ্গ ॥

মেনকা-বিলাপ।

গীতাভিনয়

প্রথমাঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

[রাজঅন্তঃপুর, মেনকা উপবিষ্টা]

মেন। [স্বগতঃ] এইতো শরৎকাল, এইতো উমাধনে আন্‌বার সময়, কৈ? মহারাজের তো কোন উদ্যোগ দেখ্‌ছি না? হায়! এক বৎসর হলো মা আমার কৈলাসে গিয়েছে, আমার এ কথা একবার মহারাজকে স্মরণ কোরে দিতে হয়। এখন রাজা তো বিলাস ভবনে আছেন, এইতো বলবার সময় তবে এখন বিলাসভবনে যাই। [গমনোদ্যতা ও গিরিরাজার প্রবেশ] [স্বগত] এইযে দেখ্‌ছি মহারাজ এ দিকে আস্‌ছেন? [সহাস্যে রাজার প্রতি] বলি আজ যে অসময় দাসীকে দর্শন দিলেন, এ বড় সৌভাগ্য।

গিরি। কেন প্রিয়ে! তোমার সঙ্গে দেখা করার আবার কি সময় অসময় আছে?

মেন। নাথ! তার আবার সময় কি? তবে কিনা অন্য কোন দিন এমনসময়ে দাসীর হৃদয় আকাশে উদয় হন না, তাইতে বল্‌ছিলেম—সে যাহক্ নাথ! আজ দাসী আপনার একটী কথা জান্‌বার জন্য বিলাস ভবনে যেতে মানস কোরে ছিল।

গিরি। প্রিয়ে! এমন কি কথা যে, সেই জন্য তুমি বিলাস ভবনে যাবার ইচ্ছা করেছিলে।

মেন। রাজন্! আর কি বলবো বল্‌তে হৃদয় ফেটে যায়, সংসারে একমাত্র কন্যা উমাধন সেও বৎসরাবধি হলো কৈলাসে গিয়েছে। হায়! মা আমার ননীর পুতুলী, কখন রাজ প্রাসাদের বাহির হয় নাই। আজ আমার সেই প্রাণের ঈশানী শ্মশানবাসী হরের ভার্য্যা হয়ে শ্মশানে শ্মশানে দিনরাত বাস কোরে কত যে কষ্ট পাচ্ছে, তা ভাব্‌তে গেলে প্রাণ যে কেমন করে তা আর বল্‌তে পারিনে।

[বালকের গীত]

রাগিণী-সিন্ধু। তাল-খয়রা।

বল্‌বো কিহে মহারাজ! তোমারে, দুঃখে প্রাণ বিদরে॥
আমার সাধের নন্দিনী, শ্মশান বাসিনী,
হয়ে কাঙ্গালিনী, কালযাপন করে॥
পাষাণে করিয়ে হৃদয় বন্ধন, সম্বৎসর ভুলে আছ উমাধন,
ধনা জীবন তোমার হে জীবন ধন;

কর দয়ার সঞ্চার, ওহে রাজ্যেশ্বর !
ধরি তব কর, আন গিরিজারে ॥

গিরি। রাণি ! এতদূর ব্যাকুলা হয়েছ কেন ? এইতো শরৎকাল উমাকে আন্‌বার সময়, সেই কথা তোমায় বল্‌বার জন্য অন্তঃপুরে এসেছি।

মেন। নাথ ! এতেও কি মায়ের প্রাণ ব্যাকুল না হয় ? উমা আমার রাজকুমারী হয়েও সামান্য কৃষিকন্যার চেয়েও দুঃখে দিন যাপন কর্চ্ছে। যার না আছে বসন না আছে ভূষণ। যখন উমার শশীবিনিন্দিত বদনকমল মনে হয়, তখন আমার হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হয়। [পদধারণ পূর্ব্বক] নাথ ! আপনার চরণে ধরে বলি উমাধনে এনে জীবন শূন্য দেহে জীবন দান করুন।

[বালকের গীত]

রাগিণী-ললিতবিভাষ। তাল-আড়া।

ত্বরা করে যাও হে গিরি আনিতে প্রাণ উমাধনে
উমার বিরহানলে বাঁচিনা বাঁচিনা প্রাণে ॥
বিনে সেই প্রাণ গৌরী, অন্ধকার গিরিপুরী,
শূন্যময় সব হেরি, না হেরিয়ে প্রাণ ধনে ॥
ভিখারী হরের করে, স্বর্ণলতা অর্পণ করে,
সদা হৃদয় বিদরে, ওহে গিরিরাজ ;
কহে দ্বিজ রুক্মিণীকান্ত, উমাবিনে হয় প্রাণান্ত,
বিনয় করি ওহে কান্ত, আন হে মম জীবনে ॥

গিরি। মহিষি! ক্ষান্ত হও তোমায় অধিক কিছু বল্‌তে হবে না, অদ্য ঈশানীকে আন্‌বার জন্য আমি কৈলাসে যাব, এখন তুমি ধৈর্য্য হও।

মেন। মহারাজ! ভবানীর বদন সুধাকর না দেখ্‌তে পেলে আমি কিছুতে ক্ষান্ত হতে পারিনে। আপনি পুরুষ আপনার হৃদয় পাষাণময়। কন্যার বিরহ জনিত যে কি দুঃখ তা এ সংসারে মা ভিন্ন আর কে বুঝ্‌তে পারে? [রোদন]

[বালকের গীত।]

রাগিণী-ললিতবিভাষ। তাল-ঝাঁপতাল।

ওহে কান্ত, হয় না [প্রাণ] শান্ত,
জীবনান্ত হয় উমা বিনে।
দুঃখানলে তনু জ্বলে, সহে না হে মম প্রাণে॥
কীর্ত্তিবাসের নাই হে বাস, থাকে হে শ্মশানবাসে,
সেই সঙ্গে মা আমার আছে ওহে দিগবাসে,
রাজনন্দিনী, ভিখারিণী, সহে না মায়ের প্রাণে।
শোকেতে বিগলিত চিত, ভাবিলে উমার দুঃখ যত,
যে যাতনা পায় অবিরত, কোমল প্রাণেতে;
রাজকন্যা দন্যা ওহে ভিখারী হরের পত্নী,
ঐ ভাবনা সদা মনে জাগিছে ওহে নৃপমণি,
ধরাপতি, দ্রুতগতি, আনহে মম জীবনে॥

গিরি। [মেনকার হস্তধারণ পূর্ব্বক] প্রিয়ে! স্থির হও রোদন সম্বরণ কর। এই আমি এখনই কৈলাসে যাচ্ছি।
[প্রস্থান]

[দ্বারদেশে মন্ত্রী দণ্ডায়মান]

মন্ত্রী। [অভিবাদন পূর্ব্বক] মহারাজ! আপনার আদেশ মত যানবাহক সকলই প্রস্তুত, কেবল মহারাজের প্রতীক্ষায় তারা রাজপথে দণ্ডায়মান আছে।

গিরি। মন্ত্রি! তোমার প্রীতিপূর্ণ সংবাদে সুখী হলেম। মন্ত্রীবর! অবহিত চিত্তে রাজকার্য্য সমাধা করো। সমাগত অতিথিগণের সৎকার এবং অন্তঃপুরবাসিনী ললনাগণের রক্ষণাবেক্ষণ ও আমার আগমন প্রতীক্ষায় মঙ্গলাচরণ করো।

মন্ত্রী। রাজ আজ্ঞা শিরোধার্য্য।

গিরি। মন্ত্রিবর! তবে এখন আসি।

[বালকের গীত]

রাগিণী-সিন্ধু। তাল-খয়রা।

চল্লেম ওহে আমি, আনিতে নন্দিনী,
হৃদয়ের মণি, গিরীশপুরে।
এই সমাচার, করো হে প্রচার,
নগরে আমার, সকল নরে।
এই বাসনা আমার ওহে মন্ত্রীবর,
ভবানীরে লয়ে আসি হে সত্বর,
আমি আসাবধি, ওহে মন্ত্রীনিধি,
করো মঙ্গলবিধি, অশেষ প্রকারে।

[রাজার প্রস্থান]

[সকলের প্রস্থান প্রথমাঙ্ক সমাপ্ত]

দ্বিতীয় অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

ষষ্টিদিন।

[শোকাগার, রাণী ধরাতলে পতিতা, বিরজা ও সরলার প্রবেশ]

বির। ওগো মা শৈলরাজমহিষি! আপনি এরূপ অবস্থায় ধরাশয্যায় শয়ন করে আছেন কেন? বেশবিন্যাশ বিহীন মলিনবেশ কেন? চক্ষে অজস্র বারিধারা পতিত হচ্ছে, বস্ত্র অলঙ্কার যথাস্থানে নাই। রাজ্ঞি! আপনার কি হয়েছে?

[জুড়ী]

রাগিণী-সিন্ধু। তাল-আড়খ্যামটা।

আহা! কি কারণে ধরাসনে ও রাজমহিষি,
খুলে বল মনের কথা সুধামুখে নাই যে হাসি॥
শ্রবণে করি শ্রবণ, বল রাণি বিবরণ,
আহা! এই নিবেদন,
স্বভাবের অভাব দেখে বাড়িছে যাতনা রাশি।

সর। ওগো বিরজা! তুই এতক্ষণ ওর কারণ বুঝতে পাল্লিনে? বোধ হয় রাণী মা মহারাজের কাছে কোন গহনা টহনা চেয়েছিলেন, তা বুঝি তিনি দেন নাই, তাই উনি মান করে শুয়ে আছেন। আর কেঁদে কেঁদে মান বাড়াচ্ছেন। তা মহারাজ এখনি এসে দুটো বলে কয়ে হাতেধরে উঠালেই

ঊনি উঠ্‌বেন, নচেৎ না। তা ভাই! রাজারাজরার মান এই মত। তুইতো অল্প বয়স্কা, ওসব কিছু দেখিস্ নাই। আমি ছোটবেলা থেকে রাজবাটিতে যাতায়াত করে দেখ্‌তে দেখ্‌তে এত বড় হয়েছি, তা আমি সকলি বুঝ্‌তে পারি।

বির। তা নয় দিদি! রাণীমা অজ্ঞান হয়েছেন যেন, যখন ডাক্‌তেও কথা কচ্ছেন না, তাতে আমার বোধ হয়—

সর। তা নয় তোর কি বোধ হয় বল্ দেখি শুনি।

বির। মহারাজ আজ দুদিন হলো উমাকে আন্তে কৈলাস ভূধরে গিয়েছেন। তাতে এমন করে রাণীমা রাগ্ করে চুল এলো মেলো করে শুয়ে থাক্‌বেন কেন? বোধ হয় ভূপতি এখন পর্য্যন্ত শৈলসুতা লয়ে ফিরে আসেননি। সুতরাং চিন্তায় হতজ্ঞান হয়ে ভূতলে পতিতা হয়ে রোদন কচ্ছেন।

সর। আঃ বালাই তোমার যেমন ঢেঁকীবুদ্ধি তেম্নি বুঝেছ। এ সংসার মধ্যে আর কারুতো মেয়ে নাই। কেবল উঁহারই মেয়ে আছে? ঘরে কন্যা জন্মিলেই বিয়ে দিতে হয় এবং সে সকল সময়ে পরের ঘরে থেকে ঘরকন্না করে, সেই সুখের বিষয়। তারে আন্‌বার জন্য দিনরাত কেঁদে কেঁদে দুচোখ ফুলিয়ে ফল কি?

বির। তা হ'লে কি হয় দিদি! ঐ মেয়ে ভিন্ন রাণীমার আর ছেলে পিলে নাই যে, তাদের মুখ দেখে উমাকে ভুলে সুখে ঘরকন্না কর্ব্বে? তাতে আবার এক বৎসর হলো ভূতনাথ লয়েগিয়েছে, সুতরাং এতদিন হলো তাহার সেই

শশিবিনিন্দিত বদনকমল অবলোকন কর্ত্তে না পেরে এতদূর অধৈর্য্য হয়ে রোদন কচ্ছেন।

মেন। [স্বরোদনে] আমার উমাধন কোথায়? এস মা তোমায় বক্ষে ধারণ করে যাতনারাশি বিনাশ করি।

[বালকের গীত]

রাগিণী-সিন্ধু। তাল-খয়রা।

এমন বেদন, বাড়ে ক্ষণ ক্ষণ,
কোথা উমাধন, হৃদয় নন্দিনী।
একে জ্ঞান হারা, দেখা দে মা তারা,
প্রাণ হই হারা, ভব ভাবিনী॥
কি দোষে রহিলে আমারে ভুলিয়া,
জানিলাম মা তোর পাষাণবান্ধা হিয়া,
মায়ের প্রতি দয়া, হলো না অভয়া,
দরশন দিয়া, রাখ পরাণি॥

বির। মা! আপনি এতদূর অস্থির হবেন না? উমা এই এলো প্রায়, স্থির হয়ে বসুন। [সরলার প্রতি] দিদি? রাজ্ঞী উমার বিয়ের সময় ঠিক এম্নি অধৈর্য্য হয়েছিলেন, কেমন না?

রাগিণী-ভৈরবী। তাল-আড়া।

[জুড়ী]

বারণ করি রাজমহিষি করোনা করোনা রোদন।
মন প্রাণ স্থির কর আসিবে জীবনের ধন॥

মন দুঃখ দূর করি, চল এখন অন্তঃপুরী,
আসিবে হৃদয়েশ্বরী, শীতল হবে হৃদয়ভবন ॥

সর। কিলো! উমার বিয়ের কথা কি তোর মনে আছে?

বির। বিশেষ কিছু নাই, তবে বরটা যে বুড়ো, আর রাণী মা যে অস্থির হয়েছিলেন, এই মাত্র।

সর। আর কিছু নাই, তবে শোন্।

বির। বল দেখি।

সর। যখন বরের আগমন হলো তখন বাদ্যভাণ্ড ছিল না? কেবল একটা ভূতের মত লোক সিঙ্গা ফুঁক্‌তে ফুঁক্‌তে আগে আগে আস্‌ছে, আর বরটা বুড়ো একটা বলদের উপর চড়ে পাছে পাছে আস্‌ছে। তারপর আমরা সকলে উলুধ্বনি দিয়ে রাণী মার সাতে গিয়ে দেখি, আহা! কি বর বাছা যেন ধবলগিরির চুড়ো, মাথার চুল গুলো যেন ধোলাই করা সন, গলায় হাড়ের মালা তার পর দিয়ে সাপ গুলোন্ কিল্ কিল্ কোরে বেড়াচ্ছে তাতেই আমার বোধ হয় ওটা সাপুড়ে হবে।

বির। তারপর দিদি!

সর। তারপর আমি ও রাণী মা কয়েক জন এয়োর সঙ্গে আগিয়ে বরের কাছে গিয়ে যেই দাঁড়ালেম, অম্নি বুড়ো বরটা দিগম্বর হয়ে দাঁড়িয়ে থাক্‌লো। তখন আমরা চোখে কাপড় দিয়ে পিছনদিকে ফিরে আস্‌লেম। তারপর ঘটক একটা বিটলা মুনি ওর নাম আমার মনে নাই।

বির। ঘটকের নাম নাকি নারদমুনি আমি শুনেছি।

সর। ঠিক লো তাই এতক্ষণ আমারো মনে হলো! তারপর নারদমুনি আমাদের নিকট এসে দাড়িনেড়ে ছোট ছোট করে কি বল্লে অম্নি পরস্পর ঝগড়া বেদে গেল এমন সময় মহারাজ আসিয়ে—

[দাসীর প্রবেশ]

দাসী। পাষাণি! আর রোদন কর্ব্বেন না? রাজ্ঞি! শীঘ্র গাত্রোত্থান করুন? ধরাশয্যা পরিহার কোরে সুখ শয্যায় শয়ন করে মনকষ্টের নিবারণ করুন? এই আমি দেখে এলেম আপনার ভুবনমোহিনী ঈশানী দশদিগ উজ্জ্বল করে আপনার অন্ধকার ভবন সমুজ্জ্বল কর্ত্তে আগমন কর্চ্ছে। অতএব মা! রোদন সম্বরণ করে নেত্রদ্বয় উন্মীলিত করতঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ করুন। ঐ যে আপনার ঈশাণী আস্‌ছে। [অঙ্গুলি দিয়া দেখান]

[বালকের গীত]

রাগিণী-ললিতবিভায। তাল-ঝাপতাল।

কেন হেন ভাবেতে আর পতিতা হইয়ে রাণি।
ভেবনা ভেবনা আর এসেছে প্রাণ ঈশানী॥
অঙ্কে করি গজানন গমন গজ গামিনী,
সঙ্গেতে এসেছে কত প্রেত পিশাচ ওগো রাণি,
শ্রবণ শীতল কর শুনে উমার মা মা বাণী॥

মেন। দাসি! মা তুই আমায় কি বল্লি?

দাসী। শিখরি! ঐ যে আপনার হৃদয়নন্দিনী ঈশানী তরুণ অরুণ সন্নিভ কুমার বিঘ্ননাশক গজাননে অঙ্কে ধারণ করে কৃশোদরী হরীপৃষ্ঠে উপবেশন পূর্ব্বক চন্দ্রাধরে

মৃদুমধুর হাস্য বিকাশ করতঃ আগমন কচ্ছে। মা! ধরাশয়ন পরিহার করে উমার শশিবিনিন্দিত বদন সুধাকরের সুধাপানে অন্তর আত্মার তৃপ্তিলাভ করুন।

[বালকের গীত]

রাগিণী-সিন্ধু। তাল খয়রা।

চেয়ে দেখ মা শিখরি, ঐ এলো রাজরাজেশ্বরী॥
হের মা নয়নে, হৃদয়ের ধনে,
মা মা ডাক শুনে, উঠ ত্বরা করি।
সঙ্গেতে এসেছে গণপতি ষড়ানন,
কিমাশ্চর্য্য শোভা হয়েছে এখন,
হেরে সফল কর নয়ন,
সুধামুখের বাণী, শুন ওগো রাণি,
ডাকিছেন ভবানী, লও কোলে করি॥

মেন। [আহ্লাদে] দাসি! সত্য সত্য কি প্রাণাধিকা আস্‌ছে? না তুই আমার সঙ্গে পরিহাস করে অকারণ মর্ম্মযাতনা প্রদান কচ্ছিস্? দাসি! যদি নিশ্চয় ঈশানী এসে থাকে, তা হলে তুই এই সংবাদ দানে সঞ্জীবনী মন্ত্র দ্বারায় মৃততরুকে পুনর্জ্জীবিত কল্লি। যেমন পথহারা পথিক, বৎস বিহীনা গাভী, পুনঃপ্রাপ্তে যাদৃশ সুখী হয়, আমি তোর এই বচন শ্রবণ করে ততোধিক পরিতোষ লাভ কল্লেম? না দাসি! তোর এ সংবাদ আমার হৃদয়ক্ষেত্রে স্থান পাচ্ছে না। মা! তুই আমার মস্তকে হাত দিয়ে প্রতিজ্ঞা করে বল সত্যই কি উমা এসেছে?

[বালকের গীত]

রাগিণী-আলিয়া। তাল-একতালা।

দাসি বাঁচিল রে মম প্রাণ।
এই শুভ সমাচার, করিয়ে প্রচার,
করিলি আমার অশেষ উপকার,
নতুবা হইত জীবন সংহার.
করিলে রে প্রাণ দান ॥
পাসাণে বান্ধিয়া আমার হৃদয়.
সম্বৎসর ভুলে ছিলেম অভয়ায়.
সদানন্দ রাণী হইয়ে সদয়. দিল দরশন।

দাসী। রাজ্ঞি! আমি কি আপনার সহিত পরিহাস কচ্ছি? না, আপনার নিকট বল্‌তে সাহস করি? মা! আমি শপথ করে বল্‌ছি আপনার হৃদয় মন্দিরের ধন ভূতনাথ ভামিনী উমা মহারাজের সহিত আস্‌ছে। রাজমহিসি! আর রোদন কর্ব্বেন না। [হস্ত ধারণ]

[বালকের গীত]

রাগিণী জংলা। তাল-খামটা।

তোমার সাধের ভবানী।
সমুজ্জল করিয়ে ভবন এলো গো রাণি ॥
ধরাতল পরিহর, শোক তাপ দূর কর,
বারেক নয়নে হের, সুবদনী ত্রিনয়নী ॥

মেন। কৈ! আমার প্রসূতী মা—

দাসী। মা! চলুন অগ্রসর হয়ে বহির্দ্বারে গমন কোল্লেই

তোর বদন সরসিজ অবলোকন কর্ত্তে পার্ব্বেন।

মেন। [গাত্রোত্থান পূর্ব্বক] চল মা! তবে চল। [কিয়দ্দূর গমন]

দাসী। [অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক] ঐ দেখুন জগদ্ধাত্রী হরিপৃষ্ঠে আরোহণ কোরে আস্‌ছেন।

মেন। [হাস্য পূর্ব্বক] আহা! আজ আমার কি শুভ দিন। মা ত্রিলোচনী ত্রিলোক উজ্জ্বল করে আস্‌ছে। দাসি! চল হৃদয়বাঞ্ছিত বদনপঙ্কজের মকরন্দ পান করে মনভৃঙ্গকে চরিতার্থ করি। [গমন]

(বালকের গীত)

রাগিণী ললিতবিভাস। তাল ঠেস্‌কাওয়ালি।

সুপ্রভাত রজনী আমার ওলো ও দাসি।
সমুজ্জ্বল করিয়ে ভবন এসেছে শরৎশশী॥
নয়নতারা হারা হয়ে, ছিলেম হতজ্ঞান হয়ে
শীতল হলো এখন হিয়ে, হেরে ঐ বদন,
চল দাসি করি গিয়ে মঙ্গলাচরণ,
সদা মনে হয় বাসনা হেরি উমায় দিবানিশি॥

দাসী। রাণি মা! ঐ দেখুন গজানন আপনার ক্রোড়ে আস্‌বার জন্য ব্যাকুল হয়ে কেমন ভুজলতা বিস্তার করেছে।

সর। (বিরজার প্রতি) ওগো বিরজা! দেখ্‌ছিস উমা কেমন আহ্লাদে আটখানা হয়ে হাস্‌তে হাস্‌তে আস্‌ছে? কিন্তু ভাই! তুই ওর মাথার দিকে চেয়ে দেখ্ তেল বিনে চুলগুলো কেমন ফুর ফুর কচ্চে। অঙ্গে অলঙ্কার বলতে

নাই। পরিধান গিরিবস্ত্র, আহা! এমন অমূল্য রত্ন অযতনে অন্যের পরামর্শে তৃণক্ষেত্রে নিক্ষেপ কোরে পাষাণ হৃদয় মহারাজ পরম সুখে কালযাপন করেন। তা বল উনি পুরুষ বৈত নয়, দয়া মমতার কি জানেন।

বির। তা ভাই! তাঁর মনে যেনেছে তিনি করেছেন। তা বলে আমাদের কাজ কি? যদি মহারাজ এ সব শুন্তে পান তা'হ'লে হয়ত রাগ কর্ব্বেন।

সর। উমার যেমন বুড়োর সহিত বিয়ে হয়েছে, আমাদের অমন হলে গলায় ছুরী দিয়ে আত্মঘাতী হতেম সেও ভাল, তথাপি ঘরকন্না কর্ত্তেম না। আর এমন নির্দ্দয় পিতা মাতার বাড়ীতে আসা দূরে থাক তাঁরা আস্তে গেলে ফিরে চেয়েও কথা কইতাম না। তারা যখন জেনে শুনে এমন বুড়ো ভাঙ্গরের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছেন। তা ভাই! তুই যাই বলিস্ উমার মনের মধ্যে ঘৃণা নাই।

বির। তুই ভাই! নিতান্ত জ্ঞানহীনা তোর হৃদয়ে পতিভক্তি কিছুমাত্র নাই।

সর। কেন লো?

বির। আবার হবে কি! তুমি যেমন সাধ্বী, তেম্নি তোমার পতিভক্তি। পতি যে কি পদার্থ তাতো তুই জানিস্ নে?

সর। (রাগতভাবে) আমি যেন না জান্লেম তুইতো জানিস্?

বির। আমি জানি বৈ কি।

সর। আচ্ছা ভাই! তোর পতিভক্তি নিয়ে তুই থাক্‌গে?

মেন। (উভয়ের প্রতি) আঃ চুপ কর্‌না? তোরা কি এখানে ঝগ্‌ড়া আন্‌লি?

বির। (রাণীর প্রতি) মা! এই আমি ক্ষান্ত হলেম।

(প্রতিবাসিনীগণের প্রবেশ)

মেন। ওগো প্রতিবাসিনিগণ! তোরা শীঘ্র গিয়ে মঙ্গলঘট বাহির কর।

প্রতি। রাজমহিষি! এই আমরা চল্লেম। (প্রস্থান)

মেন। (শৈলসুতার প্রতি) এস মা ঈশানি! এস।

শৈল। মা! এইতো আমি আস্‌লেম। (প্রবেশ ও প্রণাম)

মেন। (গণেশের প্রতি) এস ভাই গণপতি! ক্রোড়ে এস। (শৈলসুতার প্রতি) মা! তোমার গজাননকে আমার অঙ্কে দাও আমি ওরে বক্ষে ধারণ কোরে তাপিত প্রাণ শীতল করি।

শৈল। এই নেন্। (মেনকার গণেশকে ক্রোড়ে ধারণ)

মেন। এক্ষণে চল মা! অন্তঃপুরে গমন করি।

শৈল। মা! তবে চলুন। (সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক সমাপ্ত।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রাজ অন্তঃপুর।

সপ্তমীদিন, গিরিরাজ, মেনকা, শৈলসুতা, সরলা ও বিরজা আসীনা।

মেন। [রাজার প্রতি] রাজন্ ! একি ! মা আমার সোণার প্রতিমা রাজলক্ষ্মী, তার এ যোগিনীবেশ কেন ? মায়ের ভিখারিণীবেশ দর্শনে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হচ্ছে। ননীর পুতুলে অস্ত্রাঘাত কি সম্ভব হয় ! যে গ্রীবায় হেমনির্ম্মিত হার দিতেও মনে আশঙ্কা হতো, আজ সেই গলদেশে হাড়মালা বিরাজ কর্চ্ছে। যে কেশপাশ বেণী নইলে শোভা পায় নাই আজ সেই সকল কেশ জটাময়। যে অঙ্গে অগুরু চন্দন প্রভৃতি অঙ্গরাগ বিলেপনে মনে আশঙ্কা হয় যে, কোথায় লাবণ্যের মলিনতা হয়, আজ সেই শরীরে বিভূতি ভূষিত। যে অঙ্গে নীলাম্বর ভিন্ন শোভা হয় নাই, আজ সেই অঙ্গে গিরিবস্ত্র, ইহা কি মায়ের প্রাণে সহ্য হয়। হায় রাজন্ ! আপনারে আর আমি কি বলবো ? কোথায় আপনি রাজ্যেশ্বর আর আপনার দুহিতা ভিখারী ভাঙ্গরের পত্নী, তাহাতে আবার এই প্রকার অশেষ কষ্টে ঈশানী দিনযামিনী

যাপন করে। তা আপনি তাকে একবারতো আস্তে চান্ না। যদি আমি বলি তা আমার কথায় একবার কর্ণপাত করেন না। কিন্তু, এখন একবার দেখুন দেখি প্রাণাধিকার কি দশা হয়েছে!

[বালকের গীত]

রাগিণী-সিন্ধু। তাল-খয়রা।

ওহে মহারাজ, দেখ কন্যার সাজ,
হয় না কি হে লাজ, হেরে নয়নে॥
অমূল্য রতনে, বৃথা অযতনে,
ভাঙ্গরের করে, করেছ অর্পণ।
রাজার নন্দিনী যোগিনীর বেশ,
পাষাণ হৃদয় ওহে নাই কি দয়া লেশ,
করুণা কটাক্ষে, হের সুতা নেত্রে,
লও হে করি বক্ষে, বক্ষেরি ধনে॥

গিরি। প্রিয়ে! তুমি আমায় যত তিরস্কার কর তা আমি সহ্য কর্ত্তে পারি। রাজ্ঞি! তোমার দুটি করে ধরে বলি তুমি আর হরের নিন্দা করো না। তোমার কি দক্ষ যজ্ঞের কথা মনে নাই অতএব বলি শিব নিন্দায় বিরত হও। যখন আমি অগ্র পশ্চাৎ না জেনে নারদের পরামর্শে উমাকে ভূতনাথের সহিত বিয়ে দিয়েছি তখন তার অদৃষ্টে যে প্রকার সুখ লেখা আছে তা ভিখারী নাথের দ্বারায় হবে। তখন আর বৃথা চিন্তা করে যাতনা ভোগ কচ্ছ কেন?

[বালকের গীত]

রাগিণী-ললিতবিভাষ। তাল-ঝাঁপতাল।

এই মিনতি, ওহে সতি, সম্প্রতি তব সদনে,
করি মানা, সুলোচনা, নিন্দনা হে ত্রিলোচনে।
সামান্য নয় মহেশ্বর ভোলানাথ উমাপতি,
তিনি সৃষ্টি, তিনি স্থিতি, তিনি জীবের সর্ব্বগতি।
কেন প্রিয়ে এ দুর্ম্মতি, ঘটিল তব কি কারণে?
দক্ষযজ্ঞ ভাব রাণি, শিবনিন্দা শ্রবণে শুনি,
প্রাণ নাশিল ত্রিনয়নী, যজ্ঞ স্থলেতে,
তোমার জামাতা রাণি! ত্রৈলোক্যে রাজরাজেশ্বর,
দেবেন্দ্র যোগীন্দ্র ঋষি, যোগে জপিছে নিরন্তর,
ব্রহ্মাদি কেশব সব বান্ধা আছে ঐ চরণে॥

মেন। মহারাজ! আপনারে আর অধিক কি বল্‌বো? আপনি যখন পুরুষ জাতি স্নেহ মমতা কাকে বলে তা জানেন না। বিশেষতঃ পুরুষের পাষাণময় হৃদয় তাহা কি সামান্য স্নেহরসে দ্রবীভূত হতে পারে? সুতরাং আপনি অনায়াসে আমাকে প্রবোধ বাক্য প্রদান কর্চ্ছেন। স্ত্রীজাতি যেমন অসহনীয় যাতনা ভোগ করে লালন পালন করে, যদ্যপি আপনারা তাহার একাংশ পরিমাণে যাতনা ভোগ কর্ত্তেন, তা হ'লে তনয়ার এ প্রকার দুরবস্থা দর্শনে স্থির থাক্তে পার্ত্তেন না এবং আমাকেও এমন প্রবোধ প্রদানে সমর্থ হতেন না।

[বালকের গীত]

রাগিণী-শুরটমল্লার। তাল জৎ।

বল্‌বো কি তোমারে হে ভূপতি!
জানিলাম জানিলাম নাথ! তোমার পাষাণ মতি ॥
মা আমার রাজকন্যা, এবে মা হয়েছে দন্যা,
অন্নাভাবে শরীর শীর্ণা, হেরে প্রাণ বিদরে ;
তোমার কঠিন প্রাণি, জানিলাম নৃপমণি,
মা আমার কাঙ্গালিনী, দেখ ওহে ধরাপতি!

গিরি। রাজ্ঞি! তুমি বল্‌ছ আমি পুরুষ স্নেহ মমতা কাকে বলে তা আমি জানিনা তা সত্য। তুমি বিবেচনা করে দেখ কাহার কন্যা পিতৃ সুখে সুখী হয়ে কালযাপন করে? কত রাজবালা দীন হীন ভিখারীর ভার্য্যা হয়ে অশেষ যাতনায় দীনভাবে দিন যাপন করে। অতএব আর সে জন্য ব্যাকুলা হয়ে আবশ্যক কি?

মেন। ভূপতি! যদি কোন রাজদুহিতা ভিখারীর সহধর্ম্মিনী হয়ে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করে, এই সংবাদ তা'র জননী প্রাপ্ত হয়ে সে রাজমহিষী হয়েও ভিখারিনীর ন্যায় মর্ম্মান্তিক যাতনা প্রাপ্ত হয়, তাহার রাজভবন দুঃখাগার বলে প্রতীয়মান হয় এবং অহর্নিশি অশ্রুজলে অভিষিক্ত হয়ে কালাতিপাত করে, কিন্তু তাহার জনকের কঠিন হৃদয়ে যাতনার কথা স্থান পায় কিনা সন্দেহ।

গিরি। রাণি! তুমি অকারণে আমায় গঞ্জনা দিতেছ কেন? কপালের ফলাফল অনুসারে সুতাসুতের সুখ দুঃখ

ঘটনা হয় ইহা বিশ্বনিয়ন্তার চিরপ্রচলিত নিয়ম। অয়ি শোভনে! সীতা, কৃষ্ণা, দময়ন্তী প্রভৃতি রাজবালাদিগের অদৃষ্টের ফলাফল বিষয়ে সুখ দুঃখ কি পদার্থ তাহা সহজে বুঝতে পার। অতএব প্রিয়ে! এক্ষণে ক্ষান্ত হও। [শৈলসুতার দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া] ও দিকে দৃষ্টিপাত কর, প্রসূতী মা কেমন ম্লান ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। আমার ভুবনমোহিনী জগজ্জননী সম্বৎসর অন্তে এসেছে এখন তারে অঙ্কে ধারণ করে দুটো আমোদ আহ্লাদ কর্ব্বে না আমার সহিত বিবাদ কর্ব্বে? [রাগতভাবে] যাই হক্ আমি এখন বাহিরে গমন কর্চ্ছি তুমি একাকিনী চেঁচিয়ে মর।

রাগিণী সিন্ধু। তাল-আড়খ্যামটা।

[জুড়ী]

আহা! গঞ্জনা দিও না আমায় চারুচাঁদমুখি,
পিতৃসুখে কেবা সুখী কেবা বা হয়েছে দুঃখী।
সীতা কৃষ্ণা বিদর্ভবালা, কত বা সয়েছে জ্বালা,
আহা! এ সব রাজবালা,
নিতান্ত জানিবে প্রিয়ে বিধাতার চিরলিপি।

(রাজার প্রস্থান)

মেন। [শৈলসুতার প্রতি] মা! তোমার বদনকমল এত ম্লান কেন? নয়নখঞ্জন স্থির কি জন্য? বিম্বাধরে মৃদু মধুর হাস্য বিকাশ নাই কেন?

শৈল। জননি! কৈ আমার ম্লান মুখ? আমি কেবল এতক্ষণ আপনার সহিত পিতার যে কথা হতেছিল তাই

স্থিরভাবে শ্রবণ কল্লেম এবং একদৃষ্টে আপনাদের পাদপদ্ম দর্শন করে চিত্তচকোরকে শান্ত কল্লেম। মা! এই আমি সহাস্য বদনে আপনার অঙ্কে উপবেশন কচ্ছি আর ব্যাকুলা হবেন না। [মেনকার কোলে উপবেশন]

মেন। [বিমর্ষে] বাছা! তোমার বসনভূষণ হীন দীন-বেশ কেন? আহা! তেলবিনে সুচিক্কণ কেশগুচ্ছ কেমন কদাকার রূপ ধারণ করেছে। অঙ্গে বিভূতি লেপনে জ্ঞান হয় যেন অংশু পাংশু জালে আবৃত হয়েও তার তেজের হানি হয় নাই। পরিধান গিরিবস্ত্র, অঙ্গ অলঙ্কার বিহীন। [রোদন পূর্ব্বক] মা! তোমার দীনবেশ দেখে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হচ্ছে।

সর। [মেনকার প্রতি] রাণি মা! এখন দুঃখ প্রকাশ করে করেন কি। আপনারা যখন জেনে শুনে ভিখারী মহেশের সহিত সোণার উমাধনের বিয়ে দিয়েছেন তখন এ যাতনা হবে বৈ কি? কথায় বলে "সুভাতে আর সুব্যঞ্জনে" তাই আপনার অদৃষ্টে ঘটেছে।

বির। [মেনকার প্রতি] রাজ্ঞি! সকলই ললাটের ফলাফল অনুসারে ঘটনা হয়। তখন উমার কপালে যেরূপ বর লিখাছিল তাই মিলেছে তার জন্য আর পরিতাপ করে মানসিক যাতনায় ব্যাকুলা হবেন না, ক্ষান্ত হন।

শৈল। [বিরজার প্রতি] বিরজা মা। যা বল্লে সকলি সত্য, কপালের মাহাত্ম্য অনুযায়ী সুখ দুঃখ ভোগ কর্ত্তে হয়। আমার অদৃষ্টে যা লিখাছিল বিধাতা সেই মত পতি প্রদান

করেছেন। আর সরলা ঐ যে বলেছে, সেই ভূতভাবন ভূতনাথ ভিখারী। কিন্তু তিনিতো সামান্য ধন ভিক্ষা করেন না? যে মহারত্ন লাভের নিমিত্ত দেবর্ষি, মুনির্ষি প্রভৃতি মহাযশা তপোধনগণ যাঁহাকে অহর্নিশি যোগসাধনে দর্শন পান্‌না সেই পরমারাধ্য অমূল্যনিধি ভিক্ষা দ্বারায় তিনি লাভ করেছেন। আর দেখ কিসে তাঁকে ভিখারী বলি, তিনি যখন কৈলাশেশ্বর। তাঁর মণি-মাণিক্য কারুকার্য্য খচিত রাজবসন ব্যাঘ্রচর্ম্ম ও কণ্ঠাভরণ হাড়মালা, মস্তকে কিরীট সর্পফণা, বিভূতি সুগন্ধ অঙ্গরাগ, ভূত প্রেত পিশাচগণ তাঁর রাজসহচর, নন্দি, ভৃঙ্গী অমাত্য, বৃষ বাহন, ত্রিশূল অস্ত্র, সিঙ্গা ও ডমরু মোহন বাদ্য, ময়ূর ময়ূরীগণ নর্ত্তকী, মনোহর কৈলাস ভূধর রাজনিকেতন, বসুধা নৃপাশন, পাদপগণ ছত্র, নীলাম্বর নির্ম্মল আকাশ চন্দ্রাতপ, অতএব তোমরা সেই শ্মশান বাসী মৃত্যুঞ্জয়কে কেন ভিখারী বলে অনর্থক দুঃখানলে দাহিত কচ্ছ। দেখ এ সংসারে স্ত্রীজাতির পক্ষে একমাত্র মহাগুরু ও পরমারাধ্য স্বামী। সেই ভর্ত্তানিন্দা পতিব্রতা অবলাদিগের পক্ষে হৃদয়ভেদী শুলাঘাত অপেক্ষা যাতনাপ্রদ হয়। পতি ললনাদিগের সুখ দুঃখের সহায়। যদি কোন স্ত্রীলোকের পিতা রাজ্যস্বামী হয় আর তাহার স্বামী দীনভাবাপন্ন দরিদ্র হয়ে অশেষ ক্লেশে দিনযামিনী অতিবাহিত করে, সেই পতি-ভক্তি পরায়ণা সাধ্ব্যা রমণী পিতার অতুল ঐশ্বর্য্যের বিষয় ভ্রমেও মনমধ্যে স্থান না দিয়ে যাহাতে পরম পদার্থ পতিরত্ন

মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণা না পান সেই মত চেষ্টা করেন। আর দেখ কোন ধনশালী ব্যক্তি দৈব বা ভ্রম বশতঃ স্বীয় অতুল সম্পত্তি হারা হয়ে অবশেষে নিরুপায় হয়ে ভিখারী বেশে দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করে, কিন্তু এরূপ অবস্থায় তাহার ভার্য্যার উচিত যে স্বামীকে পূর্ব্বমত সেবা শুশ্রূষা করা। যদ্যপি দুর্নিবার রিপু বশীভূত হয়ে মহাগুরু পতিকে হতাদর বা অযতন বাক্য প্রয়োগে তাহার মনে যাতনা প্রদান করে তা'হ'লে তাকে অনন্তকাল নরকে বাস কর্ত্তে হবে। স্বামী নানাবিধ অচিকৎস্য রোগে আক্রান্ত হয়ে গতিশক্তি বিবর্জ্জিত হয়, অথবা বার্দ্ধক্য বশতঃ অসক্ত হয়ে সংসার কার্য্যে অক্ষম হয় এবং পত্নীকে অশেষ কষ্ট সহ্য ক'রে তাঁহার সেবা শুশ্রূষা কর্ত্তে হয় তাহা অম্লান চিত্তে সমাধা কর্ব্বে তথাপি সেই পরম রত্ন সংসারের সার পতিকে অবমাননা কি অযথা বাক্য দ্বারা অন্তঃকরণে যাতনা প্রদান করা অনুচিত। [রোদন পূর্ব্বক] অতএব তোমাদের নিকট করযোড়ে মিনতি করে বল্‌ছি ত্রিলোকেশ্বর ত্রিলোচনের নিন্দা আমার নিকট আর করো না।

মেন। মা! আর রোদন করোনা? স্থির হয়ে বসে হেরম্বকে স্তন পান করাও। [অঞ্চল দ্বারা চক্ষু মুছান]

শৈল। মাতঃ! আপনি যে বল্লেন তোমার এমত মলিন বেশ কেন? কৈ মা! আমার তো এ মলিন বেশ নয়, এ আমার রাজমহিষীর বেশ; এ ত গেরুয়া বসন নয়, সামান্যা

সুখাভিলাষিণী রাজ্ঞীদের নয়নতৃপ্তিকর চারুভূষণ অপেক্ষা শতাধিক মূল্যবান বস্ত্র, অঙ্গে বিভূতি ভূষিত মনে করে অবজ্ঞা কর্চ্ছেন, এ ত বিভূতি নয় অগুরু চন্দন সংযুক্ত সুগন্ধি মনোহর কর্পূরবাস সমাযুক্ত অনুলেপন হতেও উৎকৃষ্ট। সামান্য তেল কি কেশপাশের চাকচিক্য বৃদ্ধি কর্ত্তে সমর্থ হয় তা কখনই না। কিন্তু কেবল তৈল কর্ত্তৃক আশু নয়ন পরিতোষক পরিষ্কার হয়ে মনজ্ঞ শোভা হয় কিন্তু তার অচিরাৎ বিনাশ হয়। অতএব মা! আমার এই জটা জড়িত কেশে যতদূর শোভা হয়েছে এমন অনির্ব্বচনীয় শোভা কখনই নয়নপথে পতিত হয় নাই। জননি! এই ক্ষণস্থায়ী পান্থশালা রূপ সংসার মাঝারে অবতীর্ণ হয়ে আশু সুখপ্রদ অস্থায়ী বিলাসপ্রিয় হয়ে ভবপারাবার উত্তীর্ণ হবার একমাত্র কর্ণধার পরমারাধ্য মহাগুরু, ভক্তিভাজন মোক্ষদাতা, পরলোকের সহায়, শমন ভয় বারণ, সুখ দুঃখের সহায়, পাপ পুণ্যের সমভাগী, অর্দ্ধাঙ্গস্বরূপ, সংসার বৃক্ষের একমাত্র অমৃত-ময় ফল, অকৃতী বা দরিদ্র পতিরত্নকে অনাদর বা অপ্রিয় বচন প্রয়োগ করতঃ পরিষ্কার ধর্ম্মপথে কণ্টক প্রদান করে অনন্তকাল নরকে বসতি করা স্ত্রীজাতির উচিত নয়। যে স্থানে দ্বিচারিণী মহিলাগণ একত্রে উপবেশন পুরঃসর স্বীয় স্বীয় স্বামীর নিন্দা বা তিরস্কার করে তা'হ'লে সাধ্ব্যা রমণীগণের সে স্থলে থাকা উপযুক্ত হয় না। [পদধারণ পূর্ব্বক রোদন করে] মা! আপনার চরণে ধরে মিনতি করি শিবনিন্দায় এক্ষণে ক্ষান্ত হন।

[বালকের গীত]

রাগিণী-জংলা। তাল-কাটাধামাল।

আমার এই নিবেদন মাতঃ তব পায়,
পতি নিন্দা দুঃখানলে দহিছে আমার হৃদয়॥
সামান্য বিষয় বিভব, বাসনা করে না ভব,
রুক্মিণী কয় যে ভাবে ভব, থাকে না তার ভবভয়।

মেন। প্রাণাধিকা! এই আমি নিরস্ত হলেম, তুমি স্থির হয়ে গজাননকে ক্রোড়ে ধারণ করে পুরবাসিনী মহিলাগণের সহিত আমোদ আহ্লাদ কর আমি একবার তোমার বদন-কমল বিকশিত দেখে তার মকরন্দ পান কোরে মধুলোলুপ মনভৃঙ্গকে শান্ত করি।

[পুরবাসিনীগণের প্রবেশ]

১ পুর। ওলো উমা! তুই যে এতদিন কৈলাস ভবনে ছিলি তোর মার কথা কি একদিন তোর মনে হয় নাই? তোর পিতৃভবনে কদিন থাক্‌বি, আমরা শুন্তে পাচ্ছি যে, তিনদিন মাত্র থাক্‌বি? আঃ আমাদের কি পোড়া কপাল যে তোকে নিয়ে দুদিন আমোদ আহ্লাদ কর্ব্বো তাতো দুরদৃষ্টে ঘট্‌লো না।

২য় পু। তা যাক ভাই! আমরা শুন্তে পাই যে তোর ভাতার ভূতের রাজা যখন ভূতগুলান তোদের বাড়ীতে আসে, তখন ভাই! তোরা থাকিস্ কেমন করে? আমি হলে ভয়ে অজ্ঞান হয়ে মর্ত্তেম। সেই কথাটি বল দেখি ভাই! আমি শুনি।

শৈল। পুরবাসিনি! তিনি তো সামান্য ভূতের রাজা নন যে তাদের দেখে ভয় পাব।

মেন। [উমার প্রতি] মা! ক্ষান্ত হও স্থির হয়ে আমার অঙ্কে উপবেশন করতঃ সন্তাপিত হৃদয় শীতল কর। মা! তোমার বদন অম্বুজ হেরে লোলুপ চিত্তের তৃপ্তিসাধন করি। মা ত্রিপুরাসুন্দরি! আমার নির্ভয় অন্তঃকরণে একটী অভিলাষ হচ্ছে যদি তোমার অনুমতি হয় ব্যক্ত কর্ত্তে সাহস পাই।

[বালকের গীত]

রাগিণী-ঝিঁঝিট। তাল-কাওয়ালি।

বাসনা অন্তরে, করি মা কোলে
তোরে এস এস হররাণি।
কেন মা অধমুখী, কওনা শশিমুখি,
বক্ষেতে তোমায় রাখি ভবানি।
রুক্মিণী ভাবে সদা, কি হবে অন্নদা,
শমন ভয়ে ডাকি সদা, তারিণি॥

শৈল। জননি! আপনার মনে কি ঐকান্তিক ইচ্ছা তা বলুন? আমি আপনার আজ্ঞা প্রতিপালনে কখনই পরাঙ্মুখ হব না। আমি পঞ্চমুখের মুখে শুনেছি "যে ব্যক্তি অভিমান বশতঃ পরমপূজ্য ঐহিক পারত্রিক সুখ সম্পদের মূল জনক জননীদিগের আজ্ঞা পালনে বিমুখ তাকে যাবৎ মেদিনী মাঝারে নিশা দিবাকর বিরাজমান থাক্‌বে তাবৎকাল নিরয়-গামী হয়ে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ কর্ত্তে হয়।" সুতরাং নিশ্চয় বল্‌ছি আপনার অনুমতির প্রতিকূলাচরণ কখনই কর্ব্বোনা।

মেন। মা! আমার অভিলাষ যে, তোমায় রত্নকাঞ্চনে বিভূষিত করে নয়নকে পরিতোষ করি।

শৈল। মা! আমার রত্নালঙ্কারে বিভূষিত হয়ে কাজ কি? এই তো আমার মনোহর বেশ।

মেন। আমার অভিলাষ পূর্ণ করা কি উচিত হয় না? আমার পোড়া কপাল বলে তোর মা! এমন বুদ্ধি হয়েছে। মা! যে দুদিন আছিস্ মনের সাধে সাজিয়ে নয়নভরে দেখি।

শৈল। মা! আপনার যা ইচ্ছা হয় তাই করুন, আর আপনার কথার প্রতিবাদ কর্ত্তে পারিনে।

[দাসীর প্রবেশ]

মেন। [দাসীর প্রতি] দাসি! তুই গহনার ঝাঁপীটা লয়ে আয়, মাকে মনের সাধে সাজিয়ে দিই।

দাসী। চল্লেম। [প্রস্থান]

মেন। [শৈলসুতার প্রতি] এস মা! ততক্ষণ নখে চিরে চুলের জঠরা ভেঙ্গে দেই। [স্বগতঃ] হায়! সুচিকণ চাঁচর চুলের কি দশা হয়েছে! তা আবার মুখেফুটে বলা দায়। [প্রকাশ্যে] আয়না মা! আগিয়ে আয়।

শৈল। এই মা! আমি আগিয়ে এলাম আর দুঃখিতা হবেন না।

[কিয়ৎক্ষণ পরে গহনার ঝাঁপী সহ দাসীর পুনঃপ্রবেশ]

দাসী। (মেনকার প্রতি) এই নিন্ মা! এনেছি।

মেন। আচ্ছা এখানে রেখে তুই চুলে তেল দিয়ে খোপা বাঁধিয়া দে। আমি গহনা পরিয়ে দিচ্ছি।

[হাড়মালা প্রভৃতি গাত্র হইতে খসাইয়া বস্ত্র অলঙ্কার দ্বারা সাজান আনন্দ সহকারে উলুধ্বনি]

মেন। (স্বগতঃ) আহা ! আজ মায়ের কি অপরূপ রূপ ধারণ করেছে। কোন্ প্রাণে ভোলানাথ এমন গলাতে হাড়মালা দিয়েছিল, কেমন করেই বা এমন অঙ্গে ভস্ম দিয়েছিল, সে ভাঙ্গরের পাষাণ হৃদয়ে কিছুমাত্র কি দয়া নাই? মা আমার রাজনন্দিনী হয়ে দীনহীনা কাঙ্গালিনী হয়েছে। প্রকাশ্যে) মা ! আজ তোর ভুবনমোহিনী বেশ হয়েছে, আজ আমার নয়ন সার্থক হলো।

রাগিণী ঝিঁঝিট। তাল পোস্তা।

[জুড়ী]

আহা ! ভুবনমোহিনী বেশে ভুলিল নয়ন।
সম্বৎসর পরে আমার জুড়ালো তাপিত মন॥
তুমি মা মম জীবন, তুমি মা সর্ব্বস্ব ধন,
পরায়ে রত্নকাঞ্চন, ধন্য হলো এ জীবন॥

পুর। [রাণীর প্রতি] রাণি মা ! উমাকে ওকথা বল্‌বেন না, উমার হাড়মালা প্রভৃতিই ভাল ছিল।

শৈল। (পুরমহিলার প্রতি) পুরমহিলা ! আমার হাড়-মালাতে যতদূর নয়নতৃপ্তিকর দীপ্তি ছিল এখন তার অনেক হ্রাস হয়েছে। রত্ন অলঙ্কার অপেক্ষা আমার অঙ্গে হাড়-মালাই শোভনীয়।

পুর। যেমন তোমার কপাল তেম্নি বুঝেছ। উমা ! চল না প্রমোদ কাননে গিয়ে মনের সুখে আমোদ করিগে।

শৈল। তবে চল। [সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক সমাপ্ত।

চতুর্থ অঙ্ক।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজপথ, একজন পেটুক ও বিদ্যানিধি উপস্থিত।

নেপথ্যে মঙ্গলবাদ্য ও কোলাহল।

পেটু। ঠাকুর মহাশয়! আজ রাজবাটিতে কিসের এত ধুমধাম হচ্চে, আপনি কি খবর রাখেন ?

বিদ্যা। পেটুক! ও সব কিছু খবর রাখিনে।

পেটু। মহাশয়! চলুন না একটু আগিয়ে দেখি।

বিদ্যা। পেটুক! তুমি যাও আমি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, বিনা নিমন্ত্রণে কোনখানে যাই না, বিনা নিমন্ত্রণে রাজবাটিতে পদার্পণ কোল্লে সকলেই আমাকে নিন্দা করবে।

পেটু। মহাশয়! তাতে ক্ষতি কি।

বিদ্যা। ক্ষতি আছে বৈ কি, এত ব্যস্ত হলে কেন?

পেটু। [উদরে হস্ত প্রদান করে] প্রভো! ব্যস্তের বিষয়-অনেক দিন ধরে পাকাফলারটা কপালে যোটে নাই. আজ্‌কে মহারাজের বাটিতে কোলাহল শুনেই বিবেচনা কল্লেম, আর কিছু না, পেটুকের কপাল ফড়্‌কেছে, দুহাত দুধেই পড়েছে। মন আর ধৈর্য্য হচ্ছেনা কেবল সপাসপ। মহাশয়! চলুন না?

বিদ্যা। তোমার পেটের জন্য কি আমার মান্যটী ছুড়ে ফেল্‌ব? যদি রাজবাড়ীতে কোন ধুমধামের ব্যাপার থাকে তবে অবশ্যই আমার নিমন্ত্রণ আস্‌বে। নিমন্ত্রণ আস্‌বামাত্র তোমাকে সঙ্গে করে নে যাব।

পেটু। ঠাকুর! আপনার মত অনেক ব্রাহ্মণ দেখেছি তারাও বিনে নিমন্ত্রণে যেয়ে থাকে। তাদের এত গৌরব নাই, মান নাই, আপমার মান নিয়েই এ সর্ব্বনাশ হচ্ছে।

বিদ্যা। ওহে! তারা আমাদের সমাজের বহিষ্কৃত।

পেটু। মহাশয়! সমাজ কি।

বিদ্যা। ওরে! তোর সঙ্গে আর সমাজের বিচার কি?

পেটু। মহাশয়! আপনি যান্ আর নাই যান্, কিন্তু আমি চল্লেম্। (স্বগতঃ) মন আর চিন্তা কি! পাকা ফলার---

(পেটুকের গীত)

বাউল-সুর। তাল-গড়খ্যাম্‌টা।

মনরে চিন্তা আর কি, খাবে লুচি,
রাজবাড়ীতে কশে কশে॥

১। খাবে খাজা গজা, আর শরভাজা,
সন্দেশ বরফি ঠেসে ঠেসে।
ক্ষির ছানা আর রসকরা,
মনোহরা, খাবিরে মন ষোল-রসে ॥

২। মনরে তোর ভাবনা গেল, সুদিন এলো,
তাধিন্ ধিন্ নাচরে সুখে।
খাবি কত পায়েস দধি, নাই অবধি,
লেডিকেনী রসে রসে ॥

(নৃত্য করিতে করিতে প্রস্থানোদ্যত)

বিদ্যা। পেটুক! চল্লেই যে।

পেটু। পেট চলেছে মন চলেছে।
আর কি থাকি তোমার কাছে ॥

বিদ্যা। একটু অপেক্ষা কর। [পত্রবাহককে দূরে দেখিয়া] ঐ যে পত্রবাহক আসছে।

পেটু। (নৃত্য করিতে করিতে
এইবার আমার সুদিন এল।
খাজা গজার বার্ত্তা শুনব ভাল ॥

পেটু। (স্ব উদরে হস্তপ্রদান পূর্ব্বক) মহাভাণ্ডার! আর তোমার চিন্তা নাই কিছুক্ষণ পরেই তোমার ষোড়শোপচারে পূজো হবে। (পরিক্রমণ) ফলার, ফলার, ফলার। পাকাফলার।

[পত্রবাহকের প্রবেশ]

পত্রব। বিদ্যানিধি মহাশয়! প্রণাম হই।

বিদ্যা। পত্রবাহক! রাজপুরীর সকলের মঙ্গলত? কি জন্য এসেছ?

পেটু। ঠাকুর তোমার ভাবনা গেছে!
পাকা ফলারের পত্র এসেছে॥

পত্রবা। (বিদ্যানিধির প্রতি) আপনার নিমন্ত্রণ পত্র আছে। (পত্র প্রদান) আমি এখন চল্লেম। (পত্রবাহকের প্রস্থান)

পেটু। পত্র খুলে ঠাকুর দেখুন দেখি।
খাবার আয়োজন জাঁতা না ঢেঁকী॥

বিদ্যা। আরে মূর্খ! আহারের আয়োজন কি পত্রে লেখা থাকে? আয়োজন ভালই হয়েছে।

পেটু। তবে এখন চলুন।

(গীত)

চল্লেম আমি ফলারে।
ফলারের কথা শুনে মন আমার নৃত্য করে॥
(গান গাইতে গাইতে প্রস্থান)

চতুর্থ অঙ্ক সমাপ্ত।

পঞ্চম অঙ্ক

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক ।

—:০:—

(রাজপ্রাসাদ, মেনকা, শৈলসুতা, বিরজা ও সরলা আসীনা)

অষ্টমীদিন ।

মেন । মা ! কোন্ প্রাণে মায়ে ভুলে এতদিন কৈলাস ভুধরে ছিলি ? মা ! তোকে যে তিলার্দ্ধ চক্ষের অন্তরাল কর্ত্তে পারিনে ?

শৈল । জননি ! আর বিমর্ষ হবেন না ।

বির । (সরলার প্রতি) সরলা ! দেখ না ভাই ও বুড়োটী কে আস্‌ছে ।

সর । (পিছনে তাকাইয়া বিরজার প্রতি) ওরে চিনিসনে ? ওই বুড়োইতো উমার সর্ব্বনাশ করেছে ।

(নারদের প্রবেশ)

শৈল । নারদ ! এসেছ ।

নার । হ্যাঁ মা !

শৈল । সকলের মঙ্গলত ।

নার। মা! আপনার চরণ প্রসাদাৎ সকলের মঙ্গল। কিন্তু আপনি কৈলাস পরিত্যাগ কোরে আসাবধি, সকলেই নিরানন্দ ভাবে দিনযাপন কর্চ্ছে। বোধ হয় কল্যই ভূতভাবন ভোলানাথ আপনাকে নিতে আস্‌বেন।

বির। (নারদের প্রতি) ঠাকুর! বুড়ো কি এতই অধৈর্য্য হয়েছে?

নার। তা তুই জান্‌বি কি?

বির। কেন ঠাকুর! রাগ কল্লেন যে।

নার। [রাগত ভাবে] এ বেটী আবার জ্বালাতে এলো কেন?

বির। [সরলার প্রতি] সরলা! মহারাজ বুঝি আস্‌ছেন।

[মেনকা, শৈলসুতা, বিরজা, সরলার প্রস্থান।]

[গিরিরাজার প্রবেশ]

গিরি। দেবর্ষি! কতক্ষণ এসেছেন। [প্রণাম]

নার। মহারাজ! এই মাত্র এসেছি।

গিরি। কৈলাসের সকলের কুশলত?

নার। [হাস্যে] মহারাজ! সর্ব্বমঙ্গলা যে দিন কৈলাস ত্যাগ করে এসেছেন, সেই অবধি কৈলাসের আর মঙ্গলামঙ্গল কি? সম্প্রতি সকলে ভাল আছেন। [স্বগতঃ] আজ হিমালয়ের কি রমণীয় শোভা হয়েছে সকলেই আনন্দে আটখানা হয়ে আনন্দময়ীর আগমনে আনন্দোৎসব কচ্ছে তাতো হওয়ারি কথা, যেখানে আনন্দময়ী সেই খানেই আনন্দ। (প্রকাশ্যে) মহারাজ! বিমর্ষ হয়েছেন কেন?

গিরি। (বিমর্ষ ভাবে) মণিবর! আমার সোণার প্রতিমা

রাজরাজেশ্বরী রাজনন্দিনী হয়ে দীনহীনা ভিখারিণীর ন্যায় দিনযাপন কচ্ছে এ অসহ্য হৃদয়বিদারক শোকানল কি জনকের প্রাণে সহ্য হয়? আপনিইতো বেদের করে অমূল্য রত্ন দান কর্ত্তে পরামর্শ দিয়েছিলেন, নৈলে সর্ব্বদা এ শোকানল সহ্য কর্ত্তে হতো না।

(বালকের গীত)

রাগিণী-ভৈরবী। তাল-একতালা।

তপোধন! দহিছে জীবন।
জীবন কুমারীর দুর্গতি হেরে,
ওমোর সাধের নন্দিনী, ওহে মহামুনি,
ও হয়ে কাঙ্গালিনী, করে দিন যাপন॥
দন্যা কন্যা হেরে কি সুখ জীবনে,
তুচ্ছ জ্ঞান হয় এ রাজভবন,
ইচ্ছা হয় মনে, জীবন জীবনে,
কিম্বা বিষপানে, করি হে নিধন॥

নার। রাজন্! শিবের কিছুরি অভাব নাই। যাঁর সঙ্গে সর্ব্বদা জগজ্জননী ভবভয়হারিণী বিরাজ কচ্ছেন তাঁর অভাব কিসের? আপনার কন্যাও সামান্যা নন্।

(বালকের গীত)

রাগিণী-সিন্ধু। তাল-খয়রা।

নয় হে সামান্যা, রাজন্! তব কন্যা,
রূপে গুণে ধন্যা, এ অবনীতে।
ভবভয়হারিণী, কালনিবারিণী,

মুক্তিদায়িনী, জীবের জগতে ॥
যোগী ঋষি যোগে ভাবে যোগাশনে,
ব্রহ্মাদি অমর বাঞ্ছা ঐ চরণে,
নামের মহিমা, দিতে নারি সীমা,
রুক্মিণী পারে না, ব্যক্ত বেদেতে ॥

গিরি। মুনিবর! শিব যে ত্রিলোকেশ্বর তা আমি বিশেষ রূপে পরিচয় পেয়েছি। কিন্তু অবোধ মন প্রবোধ মনেনা, সেই জন্য শিবনিন্দা করে, কেবল পাপদেহকে নরকস্থ কচ্ছি। দেবর্ষি! এখন বহির্দ্বারে গমন করি। (উভয়ের প্রস্থান)

পঞ্চমাঙ্ক সমাপ্ত।

ষষ্ঠ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

(কৈলাসপর্ব্বত, মহাদেব উপবিষ্ট, নন্দী দণ্ডায়মান)

শিব। (বিমর্ষ ভাবে) নন্দি! আমার এই কৈলাস ভবন কৈলাসেশ্বরী বিহনে অন্ধকার হয়েছে। যে দিন তিনদিন বলে দীনতারিণী বিদায় হয়ে ছেড়ে গেছে, তিনদিন আমার যুগ-যুগান্তর বলে বোধ হচ্ছে। মন আর ধৈর্য্য হচ্ছে না। চন্দ্রমুখী বিনে চন্দ্রচূড়ের হৃদয়ভাণ্ডার অন্ধকার হয়েছে।

(বালকের গীত)

রাগিণী-ললিতবিভাষ। তাল-আড়া।

শূন্য কৈলাস ভবন নন্দি! আকুল হয়েছে প্রাণি॥
দীন পেয়ে নিদয় হয়ে ছেড়ে গেছে দীন তারিণী।
যে দিন তিনদিন বলে, ভবানী গেছেরে চলে,
বক্ষ ভাসে চক্ষের জলে, বিনে প্রাণ ত্রিনয়নী॥
ওরে নন্দি! করি স্তুতি, এনে দেরে প্রাণ সতী,
কি হবেরে আমার গতি, বিনে গতিদায়িনী;
যে দিকপানেতে নিরখি, অন্ধকারময় দেখি,
ছেড়ে গেছে চন্দ্রমুখী, চন্দ্রচূড়ের হৃদয়মণি॥

নন্দী। প্রভু! স্থির হন আর পরিতাপ কর্বেন না।

(নারদের প্রবেশ)

শিব। (নারদের প্রতি) নারদ! কোথেকে?

নার। আজ্ঞে হিমালয় হতে। (প্রণাম)

শিব। দেবলোক, ঋষিলোক সকলের মঙ্গলত?

নার। প্রভুর মঙ্গলেই সকলের মঙ্গল।

শিব। ওহে! আমার আর মঙ্গলামঙ্গল কি! সতীর মঙ্গলেই আমার মঙ্গল। নারদ! সতী কেমন আছে?

নার। মা কুশলে আছেন। মাকে আনার কি কর্চ্ছেন?

শিব। নারদ! সতীকে অদ্যই আন্তে যাব। গিরিরাজকে বলেছ?

নার। হ্যাঁ, বলেছি (প্রণাম পূর্ব্বক প্রস্থান)

শিব। নন্দি! রথ প্রস্তুত কর অদ্য নিশিতে সতীকে আন্তে যাব।

নন্দী। যে আজ্ঞা। [সকলের প্রস্থান]

ষষ্ঠাঙ্ক সমাপ্ত।

সপ্তম অঙ্ক।

প্রথম অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্ক।

অন্তঃপুর নবমীদিন

[মেনকা, প্রতিবাসিনীগণ, শৈলসুতা উপবিষ্টা]

প্রতি। উমা! আর কদিন আছিস্?

উমা। [শৈলসুতা নীরবে]

মেন। প্রতিবাসিনি! মা আমার প্রভাতেই গমন কর্ব্বে।

প্রতি। [শৈলসুতার প্রতি] ওলো! পাগলকে ছেড়ে এতই পাগল হয়েছিস্ যে, পিতৃভবনে কি দুদিনও থাক্তে নাই? সম্বৎসরতো প্রেত পিশাচের সঙ্গেই কাল কাটালি। যদি বা মা বাপের বাড়ী এলি তাতে আবার আজ যাব কাল যাব বলে উতলা হয়েছিস্?

মেন। (প্রতিবাসিনীর প্রতি) মা। উমার সাম্নে শিবের কোন ভাল মন্দ বল না, তাতে মা আমার রাগ করে।

[নারদের প্রবেশ]

নার। রাজ্ঞি! ভূতনাথ ভবানীপতি রথ প্রস্তুত করে বহির্দ্বারে অপেক্ষা কর্চ্ছে, শৈলসুতাকে এখনি যাত্রা করে দিন, বিলম্বে নিষ্প্রয়োজন।

মেন। মহর্ষি! মহারাজের নিকট গমন করুন।

নার। মা! আমি মহারাজের নিকট গিয়েছিলেম, তিনি আপনার কথা বলে দিয়েছেন।

মেন। [সরোদনে] ঋষিবর! আপনার করে ধরে বল্‌ছি অদ্যকার নিশিতে প্রাণাধিকাকে কখনই যেতে দিব না। কোন্ প্রাণে নিদয় হয়ে হৃদয়নন্দিনীকে বিদায় দিব? হা দেবর্ষি! আমার প্রাণ যে ধৈর্য্য হচ্ছে না। [শৈলসুতার প্রতি] মা ঈশানি! আমি তোরে কখনই যেতে দিব না। [রোদন]

নার। মা! বৃথা রোদন কচ্ছেন কেন?

মেন। [সরোদনে] তপোধন! ও কথা আর বল্‌বেন না। আমি শৈলসুতাকে তিলার্দ্ধ না হেরে কখনই থাক্তে পার্ব্বনা। যখন প্রাণ উমা দুঃখিনীকে পরিত্যাগ করে কৈলাসে গমন কর্ব্বে সেই সঙ্গে সঙ্গেই প্রাণপক্ষী দেহপিঞ্জর হতে পলায়ন কর্ব্বে। হায়! আমি কোন্ প্রাণে প্রাণনন্দিনীর বিরহে প্রাণধারণ করে শূন্য নিকেতনে বাস কর্ব্বো?

নার। মা! আপনি জ্ঞানবতী ধার্ম্মিকা হয়ে এরূপ অস্থির হচ্ছেন কেন? মেয়েকে বিয়ে দিয়ে স্বামী ভবনে রাখাই কর্ত্তব্য।

মেন। দেবর্ষি! আমি কখনই উমাকে বিদায় দিতে পার্ব্বোনা।

[বালকের গীত]

রাগিণী-সিন্ধু। তাল-খয়রা।

ওহে তপোধন! এই নিবেদন,
নিদয় বচন, বলনা মোরে॥
ধরি তব করে, বারণ কর হরে,
লয় না যেন হরে, প্রাণ সতীরে।
কৈলাসবাসিনী জীবনের জীবন,
অদর্শনে দেহে রবে না জীবন,
বিচ্ছেদ হুতাশনে, দগ্ধ হব প্রাণে,
শূন্য নিকেতনে, রব কি হেরে॥

নার। মা! মনকষ্টের নিবারণ করুন আর রোদন কর্বেন না।

মেন। [সরোদনে] হা ঈশানি! হা প্রাণাধিকা! আয় মা! আমার কোলে আয়, তোরে কোলে করে তাপিত প্রাণ শীতল করি। মা হরঘরণি! আমারে নিধন করেই কি তোর যাওয়া কর্ত্তব্য হবে মা? যদি একান্তই কৈলাস ভবনে যেতে বাসনা হয়ে থাকে, অগ্রে এ হতভাগিনীর জীবন নিধন কর্ তাতে তোর মাতৃবধের পাপ হবে না। (অচৈতন্য হয়ে পতিতা)

[বালকের গীত]

রাগিণী-জংলা। তাল-কাটাধামাল।

এস মা! তোমায় করি কোলে।
তোমা ভিন্ন (হবে) হৃদয় শূন্য
কে ডাকিবে মা মা বলে।

ভেবেছিলাম দিবানিশি, হেরিব তোর মুখশশী,
কাল হলো নবমীনিশি, শোকে অঙ্গ জ্বলে ॥

শৈল। [পদধারণ পূর্ব্বক] মা! পায়ে ধরি, আর রোদন কর্ব্বেন না।

মেন। (সরোদনে) হা দুঃখিনীর ধন! অন্ধের নয়ন। কল্য প্রভাতে কোন্ প্রাণে আমায় পরিত্যাগ কর্ব্বে? মহামায়া! মায়ের প্রতি নিদয় হও না? মা! তোমা বিহনে কি ধন লয়ে শূন্য ভবনে বাস কর্ব্বো? (উদ্দেশে) হে ভোলানাথ! ভূতনাথ! মৃত্যুঞ্জয়! উমাকান্ত! আমার প্রাণান্ত করোনা, এ যাত্রা উমাকে পরিত্যাগ করে কৈলাসে গমন কর।

[বালকের গীত]

রাগিণী ঝিঁঝিট। তাল-জৎ।

ওহে ত্রিলোচন! নিবেদন তব সদনে।
আমার এহি নিবেদন হর রাখ হে মনে।
করি হে বারণ তোমায়, ভিক্ষা দাও প্রাণ উমায়,
হয়ে সদয় মৃত্যুঞ্জয়, যাও হে ভবনে ॥
আমার সতী সর্ব্বস্ব ধন, বঞ্চিত হইয়ে সে ধন,
কেমনে রাখিব জীবন, শূন্য ভবনে।

শৈল। (নারদের প্রতি) নারদ! মা যে উন্মাদিনী হলেন।

[গিরিরাজার প্রবেশ]

গিরি। (শৈলসুতার প্রতি) মা নয়নতারা! কাঁদছিস্ কেন?

নার। (রাজার প্রতি) মহারাজ! রাজমহিষীর অচেতনাবস্থা দেখে চৈতন্যরূপিনী রোদন কচ্ছেন।

গিরি। (রাণীর প্রতি) রাজ্ঞি! স্থির হও আর রোদন করোনা, ধরাশয্যা পরিত্যাগ কর।

রাগিণী-ভৈরবী। তাল-আড়া।

(জুড়ী)

আহা! কি কারণে ধরাশনে পতিতা হইয়ে রাণি।
সুকমল চক্ষে নীর কেন বা না সরে বাণি॥
তব দুঃখে দুঃখী হয়ে, কান্দিতেছে অভয়ে,
যাতনা সহেনা প্রিয়ে! উঠ ওহে সুবদনি!॥

মেন। (সরোদনে) হা নির্দ্দয় কঠিন হৃদয় মহারাজ! তোমার কঠিন হৃদয়ে কিছু কি দয়া হলোনা? পুরুষ জাতি যে এত কাপুরুষ তা কখনই জান্তেম না। (রোদন)

(বালকের গীত)

রাগিণী-বেহাগ। তাল-ঠুংরি।

দহিছে জীবন আমার ওহে হৃদয়বল্লভ!।
ছাড়িয়ে যাইবে সতী, কেমনে বিরহ সব॥
করে আমায় কাঙ্গালিনী, যাইবে হে জীবনমণি,
ঐ ভাবনা গুণমণি, কেমনে ভবনে রব।

গিরি। মহিষি! স্থির হও আর পরিতাপ করোনা।

মেন। (সরোদনে) রজনি! প্রভাত হওনা। তুমি প্রভাত হলে উমাকান্ত আমার সর্ব্বস্বান্ত কর্ব্বে। আমার প্রাণান্ত হলে তোমার নির্ম্মল নামে কলঙ্ক রেখা অঙ্কিত হবে। শ্রান্তিদায়িনি! আজ মেনকার কথা রাখ আর প্রভাত হও না। যন্ত্রণাবারিণি! আমার যন্ত্রণা বারণ কর। উঃ শোকানল আর

যে সহ্য হয় না। ধর্ম্মরাজ! আমার মৃত্যু বিধান কর, আর যাতনারাশি সহ্য হয় না। (শৈলসুতার প্রতি) মা নয়নতারা! এস তোমায় বক্ষে ধারণ করি।

(বালকের গীত)

রাগিণী-বেহাগ। তাল-আড়া।

রজনী প্রভাত করোনা কৃতাঞ্জলি নিশাপতি।
তুমিতো নিদয় হলে সতী লবে সতীপতি॥
কর হে দয়া বিতরণ, শশি। ভব ধরি চরণ,
অস্তাচলেতে গমন, করোনা মম এ মিনতি।

গিরি। রাজ্ঞি। আর বিলাপ করো না স্থির হও।

সকলের প্রস্থান।

সপ্তমাঙ্ক সমাপ্ত।

অষ্টম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক

[রাজপ্রাসাদ, বিজয়াদিন, রাণী অচেতন ভাবে পতিতা,
নারদ, গিরিরাজ, শৈলসুতা ও বিরজা আসীনা]

মেন। [সরোদনে] হায়! আমার প্রাণান্ত কর্ত্তেই কি কাল নিশি প্রভাত হলো?

নার। মা! স্থির হয়ে উমাকে বিদায় করে দিন্।

মেন। [শৈলসুতার প্রতি রোদনে] আয় মা! আমার কোলে আ—[অচৈতন্য]

শৈল। [মেনকার প্রতি] জননি! দুঃখিনীকে বিদায় দিন্?

রাগিণী সিন্ধু। তাল-আড়খ্যাম্‌টা।

[জুড়ী]

আহা! প্রসূতি! মম মিনতি তব চরণে।
হয়ে সদয় দাও মা বিদায় কাজ কি আমার রাজ্যধনে॥
রাজ্যধন নারীর পতি, পতিপদে থাকে মতি,
আহা! না হয় বিমতি; এই আশীর্ব্বাদ কর
সদা ভক্তি থাকে ত্রিনয়নে।

মেন। মা! আমি তোরে কখনই বিদায় দিবনা। (রোদন)

গিরি। [রাণীর প্রতি] রাণি! এখন উমাকে— [রোদন]

নার। মহারাজ! আপনিও যে অধৈর্য্য হলেন ?

শৈল। মা! গাত্রোত্থান করে আমাকে বিদায় প্রদান করুন।

মেন। [সরোদনে] মা! আমার নিবারণ বাক্যে তুই ক্ষান্ত হলিনা ? একান্তই যদি কৈলাসকান্তের সহিত কৈলাসে গমন করিস্ এখনি এ পোড়া প্রাণ কৃতান্ত করে অর্পণ করে নিশ্চিন্ত হব। সাধের প্রাণপক্ষী বিহনে শূ্ য হৃদয়পিঞ্জরে আবশ্যক কি ?

রাগিণী-সিন্ধু। তাল-আড়খ্যাম্‌টা।

[জুড়ী]

আহা! হৃদয়পিঞ্জর শূন্য করে যাস্‌না প্রাণপাখি।
তুই আমার সাধনের ধন আয়না তোরে বক্ষে রাখি॥
থাকিব না শূন্য ঘরে, প্রাণ দিব কৃতান্ত করে,
আহা! বিনে তোমারে; মা মা বলে আয় মা কোলে,
জন্মের মতন তোমায় দেখি॥

শৈল। জননি! আপনার চরণে ধরি নেত্রদ্বয় উন্মীলন করতঃ হৃষ্টমনে অধিনীকে বিদায় দিন্।

[প্রতিবাসিনীগণের প্রবেশ]

প্রতি। আলো উমা! আজ্‌কে তুই যাবি না কি ?

শৈল। প্রতিবাসিনীগণ: এখন তোমাদের নিকট বিদায় প্রার্থনা করি।

প্রতি। উমা! তোরে বিদায় দিয়ে কি সুখে বাস কর্ব্বো?

শৈল। [রাজার প্রতি] পিতঃ! প্রণমামি। [প্রণাম]

গিরি। মা! পরমপিতা পরমপুরুষ তোমার মঙ্গল করুন।

[নারদসহ শৈলসুতার প্রস্থান]

মেন। (সরোদনে) হা শঙ্করি! আমায় পরিত্যাগ করে কোথা গেলি? তোর বদনকমল দর্শন না করে প্রাণ আর ধৈর্য্য হচ্ছে না। উমাকান্ত! আমার সর্ব্বনাশ করাই কি তোমার বিবেচনা হলো? হা হৃদয়নন্দিনি! নিদয় হয়ে কোন্‌খানে চলে গেলি? [রাজার প্রতি] প্রাণবল্লভ, প্রাণ যে আর ধৈর্য্য হয় না, আমি এখন কি ধন লয়ে জীবন ধারণ কর্ব্বো? মহারাজ! দাসীকে চিরদিনের জন্য বিদায় দিন্!

[বালকের গীত]

রাগিণী-কীর্ত্তনাঙ্গ। তাল-একতালা।

হে রাজন্, পদে এই নিবেদন,
জীবন আমার যায় হে এখন, প্রাণে আর বাঁচিনে,
উমা বিনে, শূন্য ভবনে,
রন্তে নারি জেতে নারী, জীবনের জীবন॥
বিনে প্রাণ ধন, জঘন্য ভুবন,
শূন্যময় হেরি স্বর্ণভবন,
দুঃখে প্রাণ বিদরে, প্রাণ সতীরে, না হেরে,
সতে নারি সতে নারি, বিরহ বেদন।

গিরি। মহিষি! গাত্রোত্থান কর আর রোদন করোনা।

মেন। কান্ত! তোমার প্রবোধ বচনে ক্ষান্ত হতে পারিনা।

[বালকের গীত]

রাগিণী-সিন্ধু। [illegible]মটা।

কা[illegible] হে। ক্ষান্ত হতে ন[illegible] বচনে।
হৃদয়ভেদী শোকানল সহেনা[illegible]থ প্রাণে॥
বাসনা নাই অন্য ধনে, সদা কেবল উমাধনে,
রাখি হৃদয় ভবনে, এই বাসনা সদা মনে॥

বির। (রাণীর প্রতি) মা! আপনার করে ধরে মিনতি করি আর আপনি রোদন কর্ব্বেন না? (হস্তধারণ)

মেন। (সরোদনে) বিরজা! আর যে শোকানল সহ্য হয় না? আমি কিরূপে জীবন ধারণ করি। হা অন্ধের নয়ন! হা দুঃখিনীর ধন!—বিরজা! আমি যে দিকে নয়ন মেলি আমার সকল দিক শূন্যময় বোধ হচ্ছে, সোণার রাজভবন রাজরাজেশ্বরী বিহনে অন্ধকার হয়েছে।

(বালকের গীত)

রাগিণী-ললিত। তাল-আড়া।

কঠিন জীবন গেলনা দুরূহ বিরহানলে।
রাখিবনা দগ্ধ প্রাণ, বিনা শিব হলাহলে॥
যে দিকপানে ফিরাই আঁখি, সতী বিনে শূন্য দেখি;
কোথায় গেল হৃদয়পাখী, হৃদয়পিঞ্জর শূন্য ফেলে॥
প্রবোধ মনে মানেনা, যন্ত্রণা প্রাণে সহেনা,
কেমনে বাঁচি বলনা, (বিনে) ভব ললনা;
শোকানলে দগ্ধ প্রাণ, সহেনা জ্বালাতন,
কেমনে করি নির্ব্বাণ, জলে গেলে দ্বিগুণ জ্বলে॥

দির। মা! নয়ন মেলুন আর এ ভাবে থাক্‌বেন না?

রাগিণী-সিন্ধু। তাল-আড়খ্যাম্‌টা।

(জুড়ী)

আহা! এই নিবেদন রাণি আমার তব চরণে।
নেত্রউন্মীলন করে শোকশান্তি কর মনে॥
তুমি সতী জ্ঞানবতী, শুন মম এই ভারতী,
আহা! পদে সম্প্রতি, কহিছে দ্বিজ রুক্মিণী
থেকনা আর ধরাশনে॥

(সকলের প্রস্থান

সম্পূর্ণ।